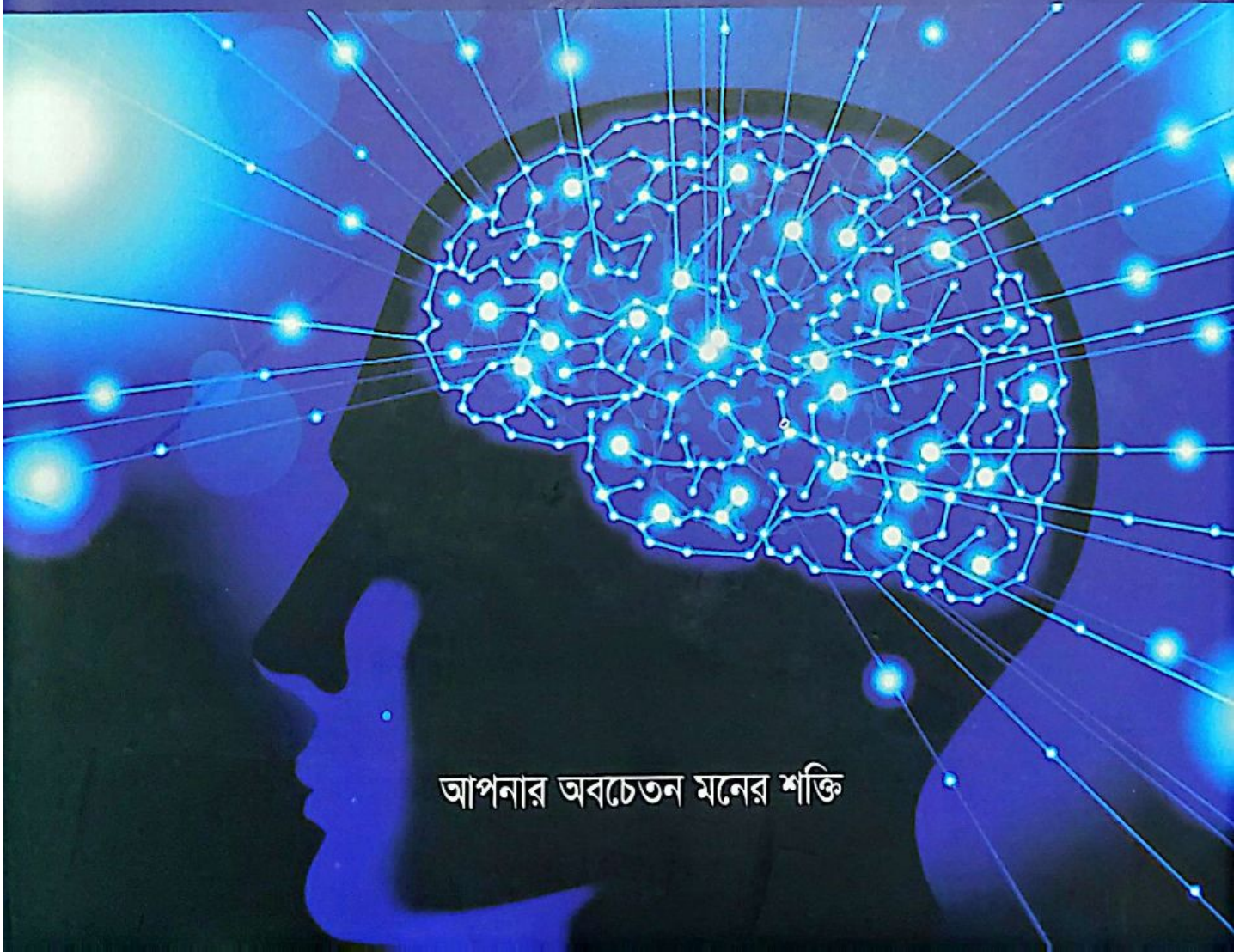


২৫ মিলিয়নেরও বেশি কপি বিক্রিত বই

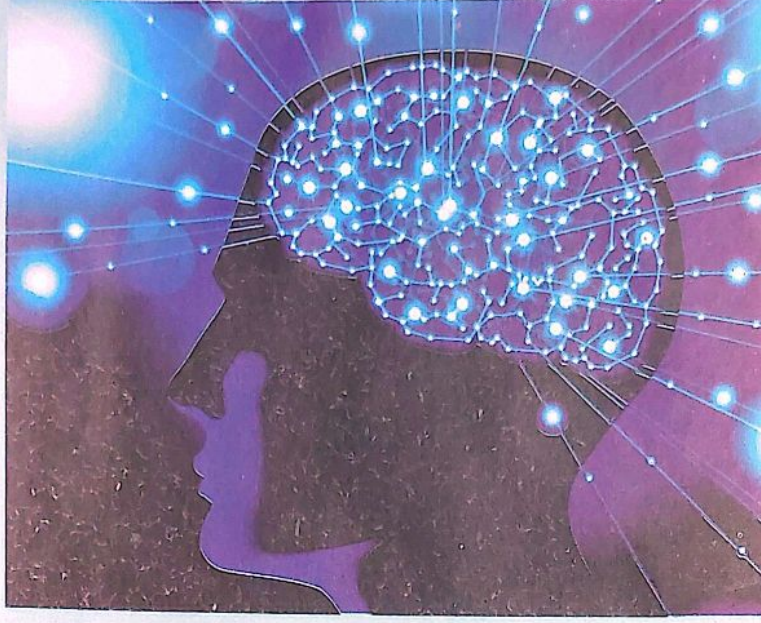
দ্য পাওয়ার অব ইওর সাবকনশাস মাইন্ড

ড. জোসেফ মারফি

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু



আপনার অবচেতন মনের শক্তি



আপনার অবচেতন মনের মিরাকল ঘটানো শক্তি আপনার-আমার সামনেই রয়েছে এবং সেটা বহু বহু আগে থেকেই। চিরন্তন সত্য এবং জীবনের নিয়মনীতি সকল ধর্মের আগেই ঘটেছে। এ ভাবনা মাথায় রেখে আপনাকে এ বইটি পড়তে বলবো। কারণ বইয়ের সামনের অধ্যায়গুলোতে রয়েছে, মনের অসাধারণ শক্তির এক আধারের কথা। এটি মানসিক এবং শারীরিক ক্ষত সারিয়ে তুলবে, ভীত মনকে স্বাধীন করে তুলবে এবং দারিদ্র্য, ব্যর্থতা, দুঃখ, হতাশা ইত্যাদি সবকিছু থেকে আপনাকে মুক্ত করবে।

শুধু আপনাকে যা করতে হবে তা হলো, মানসিক এবং আবেগী ইচ্ছেগুলোর বাস্ত্বরূপ প্রকাশ। আপনার অবচেতন মনের সৃজনশীল শক্তি নিজ থেকেই সাড়া দেবে। আর কাজটা আজ থেকে, এখন থেকেই শুরু করে দিন। আপনার জীবনে দারুণ দারুণ সব ব্যাপার ঘটতে দিন! এ অভ্যাস বজায় রাখুন সেদিন পর্যন্ত, যতদিন পর্যন্ত না আঁধার কেটে আপনার জীবনে আলো ঝলমল করে ওঠে।

দ্য পাওয়ার অব ইউর

সাবকনশাস মাইন্ড

আপনার অবচেতন মনের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাকে জানুন

ড. জোসেফ মারফি

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু



মুক্ত দেশ

মুক্তচিন্তার সৃজনশীল প্রকাশন

উৎসর্গ

আমার দাদা বরণ শঙ্করকে
নানান সময় তাঁর ওপর দিয়ে বহু
ঝড়-ঝাপটা গেছে
কিন্তু তাঁকে সবসময়ই দেখেছি
মহীরুহের মতো অটল হয়ে থাকতে ।

সূচি

ভূমিকা ০৭

এ বইটি কীভাবে আপনার জীবনে মিরাকল ঘটাতে পারে ২১

আপনি কি প্রশ্নগুলোর জবাব জানেন ২১

এ বইটি লেখার কারণ ২২

মিরাকল ঘটানো শক্তি বিমুক্ত করা ২২

ফলপ্রসূ প্রার্থনার ঘটে আশ্চর্য ঘটনা ২৩

সবাই প্রার্থনা করে ২৪

এ বইয়ের বিশেষ দিক ২৫

আপনি কি বিশ্বাস করেন ২৫

আকাঙ্ক্ষাই প্রার্থনা ২৬

সবার জন্য একটি মন ২৬

অধ্যায় ১

আপনার ভেতরকার কোষাগার ২৫

কালের প্রধান গোপনীয়তা ২৬

আপনার অবচেতন মনের দুর্দান্ত শক্তি ২৬

কর্মপদ্ধতির ভিত্তির প্রয়োজনীয়তা ২৮

মনের দ্বৈততা ৩০

সচেতন এবং অবচেতন মন ৩০

অপূর্ব পার্থক্য এবং কার্যক্রমের ধরন বা পদ্ধতি ৩৩

কীভাবে তাঁর অবচেতন মন সাড়া দিয়েছিল ৩৫

যে কথাগুলো মনে রাখবেন ৩৬

অধ্যায় ২

আপনার মন কীভাবে কাজ করে ৩৮

সচেতন ও অবচেতন মনের পার্থক্য ৩৯

মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণা ৪০

অবজেকটিভ এবং সাবজেকটিভ মাইন্ড ৪১

অবচেতন মন আপনার সচেতন মনের মতো ব্যাখ্যা দিতে পারে না ৪২
পরামর্শের দারুণ ক্ষমতা ৪২
একই সাজেশনের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ৪৩
কীভাবে সে তার হাত হারিয়েছিল ৪৪
অটো সাজেশন কীভাবে ভয় দূর করে ৪৫
কীভাবে তিনি তাঁর হারানো স্মৃতি ফিরে পেলেন ৪৬
কীভাবে সে নিজের বদমেজাজ নিয়ন্ত্রণ করেছিল ৪৬
হেটেরোসাজেশন ৪৭
আপনি কি এসবের কোনটি মেনে নিয়েছেন ৪৭
আপনি নেতিবাচক সাজেশন ঠেকাতে পারবেন ৪৯
কীভাবে সাজেশন একটি মানুষকে হত্যা করেছিল ৪৯
অনুমতি প্রধান প্রতিজ্ঞার শক্তি ৫১
অবচেতন মন বিতর্ক করে না ৫২
হাইলাইটের রিভিউসমূহ ৫৩

অধ্যায় ১৩

আপনার অবচেতন মনের মিরাকল ঘটানোর ক্ষমতা ৫৬
অবচেতন মন আপনার জীবনের বই ৫৭
অবচেতনে যা ছাপ পড়ে, তা-ই প্রকাশিত হয় ৫৮
অবচেতন মন ত্বকের ক্ষত দূর করে ৫৯
অবচেতন মন কীভাবে আপনার দেহের সমস্ত কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে ৬০
কীভাবে অবচেতন মনকে দিয়ে কাজ করাবেন ৬১
যেভাবে একজন অন্ধ মানুষ অবচেতন মনের সাহায্যে দৃষ্টিশক্তি-
ফিরে পেলেন ৬২
আপনার অবচেতন মনের কাছে কীভাবে সুস্বাস্থ্যের চিন্তাটি পাঠাবেন ৬২
যে কথাগুলো মনে রাখবেন ৬৪

অধ্যায় ১৪

প্রাচীন সময়ে মানসিক নিরাময় ৬৬
বাইবেলে অবচেতন মনের ক্ষমতার ব্যবহার ৬৭

বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন মন্দিরের অলৌকিক ঘটনা ৬৯
একটি সার্বজনীন নিরাময় নীতি ৭১
বিস্তৃত বিভিন্ন তত্ত্ব ৭২
বার্নহাইমের এক্সপেরিমেণ্ট ৭৩
রোগ নিরাময়ের রিভিউ ৭৪

অধ্যায় ১৫

আধুনিককালে মানসিক নিরাময় ৭৫
বিশ্বাসের আইন ৭৬
প্রেরার থেরাপি হলো বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালিত সচেতন
ও অবচেতন মনের একত্রিত ফাংশন ৭৬
বিশ্বাসে নিরাময় কথার অর্থ কী এবং অন্ধ বিশ্বাস কীভাবে কাজ করে ৭৭
মনোজগত বিশ্বাস ও এর অর্থ ৭৯
অ্যাবসেন্ট ট্রিটমেন্টের অর্থ ৭৯
অবচেতন মনের কাইনেটিক অ্যাকশন ৮১
স্বাস্থ্য ফিরে পেতে এ অধ্যায়ের সারমর্ম ৮২

অধ্যায় ১৬

মানসিক নিরাময়ে প্র্যাকটিকাল টেকনিক ৮৪
অবচেতনে নিষিদ্ধ করার জন্য পাসিং-ওভার টেকনিক ৮৫
অবচেতন আপনার নকশা গ্রহণ করবে ৮৫
সত্যিকারের প্রার্থনার বিজ্ঞান ও কলা ৮৬
প্রত্যক্ষ করার কৌশল ৮৭
মেন্টাল মুভি মেথড ৮৮
বুদইন টেকনিক ৯০
প্লিপিং টেকনিক ৯০
'ধন্যবাদ' টেকনিক ৯১
ইতিবাচক পদ্ধতি ৯২
তর্কপ্রবণ পদ্ধতি ৯৪
চূড়ান্ত মেথড আধুনিক আলট্রাসাউন্ড থেরাপির মতো ৯৫

একজন পঙ্গু মানুষ যখন হাঁটতে লাগলেন ৯৫
ডিক্রি মেথড ৯৬
বৈজ্ঞানিক সত্য দিয়ে নিজেই নিজের সেবা করুন ৯৭

অধ্যায় ৯

অবচেতন মনের প্রবণতা জীবনমুখী ৯৯
শরীর কীভাবে মনের কাজগুলো ফুটিয়ে তোলে ১০০
আপনার শরীরকে গ্রাহ্য করে যে বুদ্ধিমত্তা ১০১
স্বাস্থ্যবান ও সবল থাকাই স্বাভাবিক, অসুস্থ থাকা অস্বাভাবিক ১০২
অবচেতন মনের শক্তির ওপর বিশ্বাস কীভাবে আপনাকে সুস্থ করে
তুলতে পারে ১০২
যে কথাগুলো মনে রাখা প্রয়োজন ১০৩

অধ্যায় ১০

আপনি যা চান, তা কীভাবে পাবেন ১০৫
কল্পনা ব্যবহার করুন, ইচ্ছাশক্তি নয় ১০৭
প্রার্থনার সাফল্য পাবার তিনটি পদক্ষেপ ১০৮
আপনি যা প্রার্থনা করছেন, তার বিপরীতটি কেন পাচ্ছেন ১০৮
আকাঙ্ক্ষা এবং কল্পনার দ্বন্দ্ব অবশ্যই মেটাতে হবে ১০৯
যে কথাগুলো মনে রাখা প্রয়োজন ১১০

অধ্যায় ১১

ধন-সম্পদের জন্য আপনার অবচেতন মনের ক্ষমতা কীভাবে
ব্যবহার করবেন ১১২
মনের সম্পদ ১১৩
অদৃশ্য সমর্থন ১১৩
সম্পদ সচেতনতা গড়ে তোলার যথার্থ মেথড ১১৩
সম্পদের জন্য আপনার দৃঢ় ঘোষণা কেন ব্যর্থ হয় ১১৪
মানসিক দ্বন্দ্ব কীভাবে এড়াবেন ১১৫
ব্যাংক চেকে সই করবেন না ১১৫
সম্পদের উৎস ১১৬

সম্পদ নিয়ে একটি মেন্টাল ব্লক দূর করুন ১১৭
ঘুমান এবং সম্পদশালী হন ১১৭
মনের শক্তি দিয়ে নিজেই নিজের সেবা করুন ১১৭

অধ্যায় ১০

ধনী হওয়ার অধিকার ১১৯
টাকা একটি প্রতীক ১১৯
ধনী হওয়ার রাজকীয় রাস্তায় কীভাবে হাঁটবেন ১২০
টাকা এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ১২০
দারিদ্র্য একটি মানসিক অসুখ ১২১
টাকা নিয়ে কখনো সমালোচনা করবেন না ১২১
টাকার প্রতি সঠিক মনেভাব প্রকাশ করুন ১২১
বিজ্ঞানমনস্করা কীভাবে টাকাকে দেখেন ১২১
আপনার যে টাকার প্রয়োজন, তা কীভাবে আয় করবেন ১১২
আপনার বিনিয়োগ রক্ষা করুন ১২৩
অহেতুক আপনি কিছুই পাবেন না ১২৪
অর্থের নিয়মিত সরবরাহ ১২৪
ধনী হওয়ার পথে এগোবার পদক্ষেপগুলো ১২৪

অধ্যায় ১১

সাফল্যের অংশীদার হিসেবে অবচেতন মন ১২৬
সাফল্যের পথে তিন ধাপ ১২৬
প্রকৃত সাফল্যের পরিমাণ ১২৭
ব্যবসায় অবচেতন মনের ব্যবহার ১২৯
ষোল বছরের ব্যর্থ কিশোর যেভাবে সফল হলো ১২৯
কেনা বেচায় কীভাবে সফল হবেন ১৩০
মনে রাখুন ১৩২

অধ্যায় ১২

বিজ্ঞানীরা কীভাবে অবচেতন মনকে ব্যবহার করেন ১৩৪
এক বিখ্যাত বিজ্ঞানীর আবিষ্কার ১৩৪

কীভাবে একজন বিজ্ঞানী সোভিয়েত কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে
পালিয়ে এলেন ১৩৬
অবচেতন থেকে কীভাবে গাইডেন্স পাবেন ১৩৪
গাইডেন্সের গোপন রহস্য ১৩৮
যে কথাগুলো স্মরণ রাখা দরকার ১৩৮

অধ্যায় ১১

আপনার অবচেতন মন এবং ঘুমের বিশ্বয় ১৪১
আমরা কেন ঘুমাই ১৪১
ঘুম না হলে যা ঘটে ১৪১
আপনার আরো ঘুমের প্রয়োজন ১৪২
ঘুম যখন আপনাকে পরামর্শ দেয় ১৪৩
ঘুম আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষা করে ১৪৩
আপনার ভবিষ্যৎ আপনার অবচেতন মনে ১৪৪
ভাত ঘুম তাকে ১৫,০০০ ডলার পাইয়ে দিল ১৪৪
অবচেতন মন কীভাবে একজন বিখ্যাত লেখকের জন্য ঘুমের মধ্যে
কাজ করেছিল ১৪৫
শক্তিতে ঘুমান এবং আনন্দ নিয়ে জেগে উঠুন ১৪৫
ঘুমের বিশ্বয়ের সারমর্ম ১৪৬

অধ্যায় ১২

আপনার অবচেতন মন ও বৈবাহিক সমস্যা ১৪৮
বিয়ের অর্থ ১৪৮
আদর্শ স্বামীকে কীভাবে আকর্ষণ করবেন ১৪৯
কীভাবে আদর্শ স্ত্রীকে আকর্ষণ করবেন ১৪৯
তৃতীয় কোনো ভুল নয় ১৫০
কীভাবে সে নেতিবাচক প্যাটার্নটি ভেঙেছিল ১৫১
কীভাবে সে তার প্রার্থনার জবাব পেল ১৫১
আমি কি ডিভোর্স কেনো ১৫২
ডিভোর্সের চিন্তা প্রথম শুরু হয় মনের মাঝে ১৫৩

ঘ্যানঘ্যান করা স্ত্রী ও উদাসীন স্বামী ১৫৩

মস্ত ভুল ১৫৪

আপনার পার্টনারকে রিমেক করতে যাবেন না ১৫৪

একসঙ্গে প্রার্থনা করুন এবং প্রার্থনার মাধ্যমে পদক্ষেপ নিয়ে
একসঙ্গে থাকুন ১৫৫

আপনার কাজগুলো পর্যালোচনা করুন ১৫৫

অধ্যায় ১৫

আপনার অবচেতন মন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ ১৫৮

কীভাবে বাছাই করবেন সুখ ১৫৯

সুখে থাকাকে যে অভ্যাসে পরিণত করেছিল ১৫৯

সুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই আপনার থাকতে হবে ১৬০

কেন অ-সুখকে বেছে নেবেন ১৬০

আমার যদি কোটি টাকা থাকতো, তাহলে আমি সুখী হতে পারতাম ১৬১

সুখ হলো শান্ত মনের ফসল ১৬২

মনের মধ্যে কোনো বাধা রাখবেন না ১৬৩

সারসংক্ষেপ ১৬৩

অধ্যায় ১৬

আপনার অবচেতন মন ও মানুষের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ১৬৫

অন্যদের সঙ্গে সুখী সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রধান উপায় ১৬৫

আমি মহিলাদেরকে ঘৃণা করি, তবে পুরুষদের পছন্দ করি ১৬৬

তার অভ্যন্তরীণ বাকশক্তি তার প্রমোশন এনে দিলো ১৬৭

ইমোশনালি ম্যাচিওরড হয়ে ওঠা ১৬৮

বৈরিতামুক্ত মানবিক সম্পর্কে প্রেমের অর্থ ১৬৯

সে তার দর্শকদেরকে ঘৃণা করতো ১৬৯

কঠিন প্রকৃতির মানুষদের সামাল দেয়া ১৭০

দুঃখী মানুষ সঙ্গ চায় ১৭১

মানবিক সম্পর্কে একাত্ম হওয়া ১৭১

মানবিক সম্পর্কের বিশেষ কতোগুলো দিক ১৭২

অধ্যায় ॥ ১৭

- ক্ষমায় কীভাবে অবচেতন মনকে ব্যবহার করবেন ১৭৪
জীবন সবসময়ই আপনাকে ক্ষমা করে দেয় ১৭৫
কীভাবে সে অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেয়েছিল ১৭৫
একজন খুনী কীভাবে নিজেকে ক্ষমা করে দিতে শিখলো ১৭৮
আপনার সম্প্রতি ছাড়া সমালোচনা আপনাকে আঘাত করতে পারবে না ১৭৯
বিয়ে করা ভুল; সেক্স খারাপ জিনিস, আমিও খারাপ ১৮০
নিরাময়ের জন্য ক্ষমা প্রয়োজনীয় ১৮১
ক্ষমা করার কৌশল ১৮২
এসিট টেস্ট ১৮৩
ক্ষমাশীলতার সারমর্ম ১৮৩

অধ্যায় ॥ ১৮

- অবচেতন মন যেভাবে মনের বাধা দূর করে ১৮৬
কী করে একটি অভ্যাস ভাঙা এবং গড়া যায় ১৮৬
সে কীভাবে একটি বদভ্যাস ত্যাগ করেছিল ১৮৭
তার মানসিক চিন্তের শক্তি ১৮৭
ফোকাসড অ্যাটেনশন ১৮৮
আপনি যা চান, তা কতোটুকু চান ১৮৯
সে কেন সেরে উঠতে পারলো না ১৯০
ব্যাখ্যা এবং সুস্থতা ১৯০
স্বীকার করতে না চাওয়া ১৯১
স্বাধীনতার আইডিয়া তৈরি ও একান্নভাগ নিরাময় ১৯২
অ্যালকোহলের কারণ ১৯২
সামনে এগিয়ে যান ১৯২
আপনার চিন্তাশক্তি রিভিউ করুন ১৯৩

অধ্যায় ॥ ১৯

- অবচেতন মনের সাহায্যে ভয় দূর করবেন কীভাবে ১৯৫
ভয় মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু ১৯৫
যে জিনিসে ভয় পাচ্ছেন, ওটাই আগে করুন ১৯৬

মঞ্চভীতি দূর ১৯৬
ব্যর্থতার ভয় ১৯৭
কীভাবে সে ভয়কে জয় করলো ১৯৮
পানিতে নামার ভয় ১৯৮
যে কোনো ভয় দূর করার উপায় ১৯৯
এলিভেটর নিয়ে ভয় ২০০
স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক ভয় ২০১
অস্বাভাবিক ভয় ২০১
অস্বাভাবিক ভয়ের থেকে প্ররিত্রাণ ২০২
তিনি জঙ্গলে অবতরণ করলেন ২০২
তিনি যেভাবে ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন ২০৪
সকল ভয় থেকে নিজেকে মুক্ত রাখুন ২০৪
ভয়কে জয় করতে এই উপায়গুলো অবলম্বন করুন ২০৫

অধ্যায় ২০

সারাক্ষণ প্রাণচঞ্চল কীভাবে থাকবেন ২০৮
তিনি যেভাবে বুড়িয়ে গেলেন ২০৮
বয়স হলো জ্ঞানের উষাকাল ২০৯
পরিবর্তনকে স্বাগত জানান ২১০
মন এবং আত্মা কখনো বুড়ো হয় না ২১০
আপনি নিজেকে যতোটা তরুণ ভাবেন, আপনি তেমনটিই ২১১
আপনার পাকা চুল আপনার জন্য অ্যাসেট ২১১
বয়স একটি অ্যাসেট ২১২
বৃদ্ধ বয়সের ভয় ২১২
আপনার অনেক কিছু দেয়ার আছে ২১৩
একশো দশ বছর ২১৩
অবসর—এক নতুন অভিযাত্রা ২১৩
তিনি আরো ভালো কাজের জন্য গ্রাজুয়েশন করেছিলেন ২১৪
যৌবনের রহস্য ২১৫

আপনার মন কখনো বুড়ো হয় না ২১৫

নিরানব্বই বছরেও তার মন ছিল সচল ২১৬

সিনিয়র সিটিজেনদেরকে আমাদের প্রয়োজন আছে ২১৬

মনে রাখুন এ কথাগুলো ২১৭

ড. জোসেফ মারফি বৃত্তান্ত ২২০

মুক্তদেশ প্রকাশন এর বিশ্বসেরা আত্মোন্নয়নমূলক গ্রন্থ তালিকা ২২১

এ বইটি কীভাবে আপনার জীবনে মিরাকল ঘটাতে পারে?

বিশ্বজুড়ে নারী-পুরুষের জীবনে মিরাকল বা অলৌকিক ঘটনা আমি ঘটতে দেখেছি। আপনার জীবনেও মিরাকল ঘটবে—যখন আপনি নিজের অবচেতন মনের জাদুকরী শক্তিগুলো ব্যবহার করবেন। এ বইটি লেখা হয়েছে আপনার অভ্যাসগত চিন্তাভাবনা, চিত্রকল্পরাশির গঠন, ফ্যাশন শেখাতে এবং আপনার নিয়তি গঠন করার জন্য।

আপনি কি প্রশ্নগুলোর জবাব জানেন?

কেন একজন মানুষ মনে দুঃখ নিয়ে থাকে এবং অপরজন থাকে সুখী? একজন কেন হাসিখুশি, সমৃদ্ধশালী এবং অপরজন কেন চিন্তাক্রিষ্ট ও গরিব? একজন কেন থাকে ভীত ও চিন্তিত, অথচ অপরজনের মনে থাকে আস্থা এবং আত্মবিশ্বাস? কেন একজন ব্যক্তি বাস করে সুন্দর, বিলাসবহুল বাড়িতে কিন্তু অপরজনকে থাকতে হয় বস্তিতে, যাপন করতে হয় দারিদ্র্যক্রিষ্ট জীবন?

কেন একজন জীবনে প্রভূত সাফল্য অর্জন করে এবং অন্যজন শুধু ব্যর্থই হয়? একজন বক্তা কেন অসাধারণ বক্তৃতা করে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে, অথচ অপরজন একেবারেই সাধারণ বাগ্মী এবং অজনপ্রিয়? একজন কী করে তার বেলায় হয়ে ওঠে একটি প্রতিভা, অথচ অপরজন কেন সারাজীবন পরিশ্রম করেও উল্লেখযোগ্য কিছু করে দেখাতে পারে না?

কেন একজন তথাকথিত অনিরাময়যোগ্য অসুখ থেকে সেরে ওঠে, কিন্তু অপরজন সারে না? কেন এতো ভালো দয়ালু, ধর্মপ্রাণ মানুষ তাদের শরীর এবং মনে নির্যাতন ভোগ করে চলে? অথচ দুশ্চরিত্র এবং পাপিষ্ঠ লোকজন ভোগ করে চমৎকার স্বাস্থ্য, অর্জন করে সাফল্য এবং সমৃদ্ধি?

একজনের বিবাহিত জীবন কেন সুখের হয় কিন্তু অপরজনের কেন হয় না?

আপনার চেতন এবং অবচেতন মনে এসব প্রশ্নের জবাব কি আছে?

নিশ্চয় আছে।

এ বইটি লেখার কারণ

এ বইটি লিখতে আমাকে তাড়িত করেছে উপরের প্রশ্নগুলোর জবাব খোঁজার গভীর আকাঙ্ক্ষা থেকে। আমি আপনার মনের মৌলিক সত্যগুলো যতোদূর সম্ভব সহজসরল ভাষায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। আমি বিশ্বাস করি, জীবন ও মনের বেসিক এবং ফান্ডামেন্টাল আইনগুলো প্রতিদিনকার সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব। আপনারা লক্ষ্য করবেন, এ বইতে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, তা আপনাদের দৈনিক পত্রিকা, সাময়িকী, আপনাদের কর্মসংস্থান, বাড়ি ইত্যাদি সব জায়গাতেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করবো এই বইটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং এর কলাকৌশলগুলো প্রয়োগ করুন। যদি তা-ই করেন, আমি নিশ্চিত আপনি পেয়ে যাবেন মিরাকল ঘটানোর এক অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা, যা আপনার জীবন থেকে সমস্ত বিভ্রান্তি, দুঃখ-দুর্দশা, বিষণ্ণতা এবং ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। এ বই আপনাকে দেখিয়ে দেবে আপনার সত্যিকারের জায়গা, সমাধান করবে আপনার সমস্যা, আপনার মনের আবেগ এবং শারীরিক বন্ধনগুলো রক্ষা করবে এবং আপনাকে স্বাধীনতা, সুখ ও শান্তিময় মনের রাজকীয় রাস্তায় অধিষ্ঠিত করবে।

আপনার অবচেতন মনের এই মিরাকল ঘটানো শক্তি পারবে আপনার অসুস্থতা দূর করতে, আবার আপনাকে কর্মক্ষম এবং শক্তিশালী করে তুলবে। অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলোর ব্যবহার শিখে গেলে আপনি ভয়ের কারাগারের দরজা খুলে ফেলতে পারবেন এবং প্রবেশ করবেন একটি স্বর্গীয় জীবনে।

মিরাকল ঘটানো শক্তি বিমুক্ত করা

ব্যক্তিগত রোগমুক্তি হতে পারে আমাদের অবচেতন মনের শক্তির সবচেয়ে বড় প্রমাণ। অনেক বছর আগে আমি আমার অবচেতন মনের শক্তি প্রয়োগ করে একটি মারাত্মক রোগ থেকে নিজেকে সারিয়ে তুলি। এখনো আমি দিব্যি সুস্থ আছি।

তখন যে কৌশল অবলম্বন করেছিলাম, তার কথা এ বইতে বিস্তারিত লেখা আছে। আমার ধারণা এটি অন্যকেও তাদের রোগমুক্ত হতে সাহায্য করবে। কারণ আমাদের সকলের অবচেতন মনের মধ্যেই রয়েছে একই অসীম রোগ সারানোর ক্ষমতা। আমার এক জ্যেষ্ঠ ডাক্তার বন্ধুকে ধন্যবাদ তাঁর সদাশয় পরামর্শের জন্য এ কারণে যে, অকস্মাৎ আমি উপলব্ধি করি, সে ক্রিয়েটিভ ইন্টেলিজেন্স, যা আমার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরি করেছে, আমার দেহ নকশা করেছে, আমার হৃৎপিণ্ড চালু রেখেছে, এগুলো আসলে নিজেই নিজেদের সারিয়ে তুলতে সক্ষম।

প্রাচীন প্রবাদেই তো আছে, 'ডাক্তার ক্ষতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধেন, আর ঈশ্বর ওটা সারিয়ে তোলেন।

ফলপ্রসূ প্রার্থনার ঘটে আশ্চর্য ঘটনা

বৈজ্ঞানিক প্রার্থনা হলো সচেতন এবং অবচেতন মনের সুদৃশ্যভাবে সাজানো মিথস্ক্রিয়া, যা বৈজ্ঞানিকভাবে একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করে। এ বইটি আপনাকে দেখাবে কীভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আপনি আপনার ভেতরে অসীম ক্ষমতাকে জাগিয়ে তুলবেন, জীবনের কাছে যা চাইছেন, তা পাবার জন্য আপনাকে যোগ্য করে তুলবে। আপনি একটি সুখি, সমৃদ্ধ এবং পরিপূর্ণ জীবনের আকাঙ্ক্ষা করেন। এই মিরাকল ঘটানো শক্তিটি ব্যবহার শুরু করুন এবং দেখুন, কতো মসৃণ হয়ে যাচ্ছে আপনার দৈনন্দিন কাজগুলো, ব্যবসায়িক সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারছেন, পারিবারিক সম্পর্কের সুর ফিরে আসছে।

এ বইটি কিন্তু আপনাকে বেশ কয়েকবার পড়তে হবে। অনেকগুলো অধ্যায়ই দেখাবে কীভাবে এই দারুণ শক্তিটি কাজ করে এবং কীভাবে আপনি আপনার ভেতরের লুকানো অনুপ্রেরণা এবং জ্ঞানকে টেনে বের করে নিয়ে আসবেন। অবচেতন মনকে ইমপ্রেশ করার সাধারণ কলাকৌশলগুলো লিখে নিন। অসীম স্টোরহাউজের গায়ে টাকা দেয়ার নতুন বৈজ্ঞানিক পথ অনুসরণ করুন। বইটি সাবধানে, মনোযোগ দিয়ে পড়ুন, ভালোবেসে পাঠ করুন। প্রমাণ করে দেখান, বইটি সত্যি আপনাকে সাহায্য করতে পারে। আমি বিশ্বাস করি, এ বই আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে।

সবাই প্রার্থনা করে

কীভাবে কার্যকর বা ফলপ্রসূ প্রার্থনা করতে হয়, জানেন কি? দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের একটি অংশ হিসেবে শেষ কবে আপনি প্রার্থনা করেছেন? জরুরি প্রয়োজনে, বিপদে-আপদে অথবা অসুস্থতার সময় নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা করে ভাসিয়ে দিয়েছেন।

প্রতিদিনকার খবরের কাগজগুলো পড়ুন। ওখানে খবর ছাপা হয় দেশের মানুষ তথাকথিত অনিরামযোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত শিশুর নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা করেছে, প্রার্থনা করেছে, জাতিগত শান্তির জন্য কিংবা বন্যায় ভেসে যাওয়া, খনির মধ্যে আটকা পড়া একদল খনি শ্রমিকের জন্য। পরে এ খনি শ্রমিকরা যখন উদ্ধার পায়, তখন জানতে পারি উদ্ধার পাবার জন্য তারা নাকি প্রার্থনা করছিল।

বিপদের সময় প্রার্থনায় কাজ হয়। তবে কবে বিপদে পড়বেন, আর তখন প্রার্থনার জন্য আপনার বসে থাকার দরকার কী? প্রার্থনায় নাটকীয় জবাবের কথা পত্রিকার পাতার হেড লাইন হয়। বলা হয় ফলপ্রসূভাবে প্রার্থনা করা হয়েছে বলেই কাজ হয়েছে। কিন্তু শিশুরা যে প্রার্থনা করে, প্রতিদিন টেবিলে বসে যে ঈশ্বর বন্দনা করা হয়, ধর্মপ্রাণ মানুষ যে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে প্রার্থনাকেই বেছে নেয়, সে কথা ক'জন জানে?

লোকের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমি প্রার্থনার প্রকারভেদ দেখেছি। আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে প্রার্থনার যে কতো শক্তি আছে, তার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এবং যারা প্রার্থনা করে লাভবান হয়েছে, এরকম কিছু লোকের সঙ্গে কথা বলেছি। তবে সাধারণত যে সমস্যাটি হয় তা হলো, কাউকে বলা যে, কীভাবে প্রার্থনা করতে হবে? মানুষ যখন বিপদে পড়ে, তখন ঠিকভাবে চিন্তা করতে পারে না, কাজকর্মেও ভুল হয়ে যায়। সমস্যা তাদেরকে গ্রাস করে এবং তাদের শোনা ও বুঝবার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। তখন তাদের প্রয়োজন হয় একটি সহজ ফর্মুলা, একটি সুনিশ্চিত, কার্যক্রম প্যাটার্ন, যা সহজে এবং সুনির্দিষ্ট।

অধ্যায় ১

আপনার ভেতরকার কোষাগার

আপনার নাগালের মধ্যেই রয়েছে অসীম সম্পদ। এগুলো পেতে আপনাকে কেবল আপনার মনের চোখ খুলতে হবে এবং আপনার ভেতরে যে বিরাট কোষাগার রয়েছে, তা লক্ষ্য করতে হবে। আপনার ভেতরে যে ভাঙার বা গুদামঘর রয়েছে, জীবনকে দারুণভাবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ উপভোগ করতে হলে, তা থেকে সবকিছুই আপনি নিয়ে নিতে পারবেন।

বেশিরভাগ লোকেই তাদের সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করে রাখে, কারণ তারা নিজেদের মধ্যকার অসীম ও সীমাহীন ভালোবাসার এই ডাক্তার সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। আপনি যা-ই চান, সেটা বের করে নিয়ে আসুন আপনার অবচেতন মনকে ব্যবহার করে।

চুম্বকায়িত এক খণ্ড লোহা দিয়ে তার নিজের ওজনের বারো গুণ বেশি ভার তোলা যায়। কিন্তু একই লোহাকে চুম্বকশূণ্য করুন, দেখবেন তা দিয়ে একটি পালক পর্যন্ত তুলতে পারবেন না।

একইভাবে দুই ধরনের লোক আছে। একদল লোক চুম্বকায়িত, যারা আত্মবিশ্বাস এবং আস্থায় ভরপুর। এরা জানে, এদের জন্মই হয়েছে সাফল্য এবং বিজয় অর্জন করার জন্য।

অপরদল, এটিই দলে ভারী, এরা চুম্বকশূণ্য। এদের মনজুড়ে ভয় এবং শংকা। কোনো সুযোগ এলে এরা প্রথমেই আশংকা প্রকাশ করে, যদি আমি ব্যর্থ হই? যদি আমার অর্থ লোকসান যায়। লোকে তো আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। এ ধরনের মানুষ জীবনে বেশিদূর যেতে পারে না। সামনে যাওয়ার ভয় কাজ করে বলেই এরা যেখানে আছে, সেখানেই থেকে যায়।

আপনি যখন কালের গোপনীয়তা আবিষ্কার করে তা ব্যবহার করতে শিখবেন, তখন নিজেও হয়ে উঠবেন একজন চুম্বকায়িত মানুষ।

কালের প্রধান গোপনীয়তা

ধরুন কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কালের প্রধান গোপনীয়তা কী, আপনি কী জবাব দেবেন? পারমাণবিক শক্তি? আন্তর্গৃহ ভ্রমণ? কৃষ্ণ গহ্বর? না, এগুলোর কোনোটিই নয়। তাহলে প্রধান রহস্য বা গোপনীয়তাটি কী? এটির সন্ধান মিলবে কোথায়? একে বুঝতে শিখে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে?

জবাবটি অতি সরল। এ রহস্য গোপনীয়তা হলো, আপনাকে অবচেতন মনের অসাধারণ মিরাকল ঘটানোর শক্তি। এ জায়গাটিতেই মানুষ সবার শেষে উঁকি দেয়, এই কারণে এর সন্ধানও লাভ করে খুব কমসংখ্যক লোকজন।

আপনার অবচেতন মনের দুর্দান্ত শক্তি

আপনার অবচেতন মনের লুকানো শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ এবং তাকে মুক্ত করার উপায়টি আপনি যখন একবার শিখে যাবেন, আপনার জীবনে চলে আসবে আরো বেশি ক্ষমতা, আরো ধনসম্পদ, আরো সুস্বাস্থ্য, আরো সুখ এবং আরো আনন্দ।

এ শক্তি আপনাকে অর্জন করতে হবে না। এ তো আপনার কাছেই আছে। তবে এটি কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, তা শিখতে হবে। এটিকে আপনার অবশ্যই বুঝতে হবে, যাতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে একে কাজে লাগাতে পারেন।

এই বইতে যে সহজ সরল কৌশল এবং প্রক্রিয়াগুলো বর্ণনা করা হয়েছে, তা যদি আপনি অনুসরণ করেন, তাহলেই আপনি প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে ফেলবেন। আপনি নতুন এক আলো দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারবেন, এক নতুন শক্তি উৎপাদন করতে পারবেন, যা আপনাকে আপনার প্রত্যাশাগুলো বুঝতে সাহায্য করবে এবং আপনার সকল প্রশ্ন সত্যি করে তুলবে। এখন আপনিই সিদ্ধান্ত নিন, আগের চেয়ে আপনার জীবন আরো সময়োপযোগী করে তুলবেন কিনা।

আপনার অবচেতন মনের গভীরে বাস করে সীমাহীন জ্ঞান, অপরিসীম শক্তি এবং যা যা প্রয়োজন, তার অফুরন্ত সরবরাহ। এটি ওখানে অপেক্ষা

করছে আপনারই উন্নয়নের জন্য। আপনি আপনার মনের গভীরে এগুলোর সুপ্ত শক্তি চিনতে পারলে, তারা নির্দিষ্ট আকার গঠন করে আত্মপ্রকাশ করবে।

আপনি যদি খোলা মনের মানুষ হন, আপনার অবচেতন মনের অসীম জ্ঞান বুদ্ধি আপনার জন্য সবকিছু অব্যাহত করে দিতে পারবে। তা আপনি যখন, যে মুহূর্তের চান না কেন। আপনি নতুন নতুন চিন্তা এবং আইডিয়া পাবেন, নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারবেন, কাজের নতুন ধরন সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন। আপনার অবচেতন মনের অসীম জ্ঞান আপনাকে নতুন ধরনের জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের সুযোগ করে দেবে।

আপনার অবচেতন মনের জ্ঞানের সাহায্যে আপনি যথার্থ সঙ্গীকেও আকর্ষণ করতে পারবেন। পেয়ে যাবেন সঠিক বিজনেস কিংবা পার্টনার। এটি আপনাকে দেখাবে, কীভাবে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করতে হয় এবং এ আপনাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেবে, পূরণ করবে মনের কোণে লুকানো ও জমানো বহুদিনের আকাঙ্ক্ষাকে।

আপনার ভেতরকার পৃথিবীর চিন্তা-চেতনা, অনুভব, শক্তি, আলো, প্রেম এবং সৌন্দর্য আবিষ্কার করার অধিকার আপনার রয়েছে। অদৃশ্য হলেও এর শক্তি বিশাল। আপনার অবচেতন মনের মাঝেই পেয়ে যাবেন সকল সমস্যার সমাধান। একবার যখন এই লুকানো ক্ষমতা বের করার উপায় শিখে যাবেন, শক্তিটির অধিকারী হয়ে উঠবেন এবং পেয়ে যাবেন প্রয়োজনীয় জ্ঞান, যার সাহায্যে আপনি এগিয়ে যেতে পারবেন আপনার সামনে অভিষ্ট লক্ষ্য সিদ্ধিতে।

আমি দেখেছি, অবচেতন মনের শক্তি একেবারে ভঙ্গুর মানুষকে কীভাবে ওপরে তুলে দিয়েছে। তাদেরকে আবার করে তুলেছে সম্পূর্ণ, অপরিহার্য এবং শক্তিমান। তাদের মন তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছে এ পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়ে সুখ, সুস্বাস্থ্য এবং আনন্দময় অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। আপনার অবচেতন মনে একটি আশ্চর্য আরোগ্য সহায়ক শক্তি রয়েছে, যার সাহায্যে বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত করা যায়, ভগ্ন হৃদয় জোড়া লাগানো সম্ভব। এ আপনার মনের কারাগারের দরজা খুলে আপনাকে স্বাধীন করে দেবে। সকল প্রকার বস্তুগত এবং শারীরিক বন্ধন থেকে আপনাকে করবে সম্পূর্ণমুক্ত।

কর্মপদ্ধতির ভিত্তির প্রয়োজনীয়তা

প্রচেষ্টার যে কোনো ক্ষেত্রে উন্নতি করতে চাইলে, একটি প্রথম পদক্ষেপ খুবই দরকার। আপনাকে কর্মপদ্ধতির একটি ভিত বা বুনিয়াদ অবশ্যই আবিষ্কার করতে হবে, যার আবেদন সর্বজনীন। আপনার অবচেতন মনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে দক্ষ হয়ে ওঠার আগে আপনাকে অবশ্যই এর নীতি নিয়মগুলো বুঝতে হবে। একবার এটি অর্জিত হলে, আপনি এর শক্তি প্রয়োগ করতে পারবেন এ ভেবে যে, এর ফলাফল অবশ্যই পাওয়া যাবে। আপনি নির্দিষ্ট এবং বিশেষ যেসব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সুসম্পন্ন করতে চাইছেন, তাতে এই শক্তিগুলো প্রয়োগ করতে পারবেন।

বহুদিন আমি রসায়ন পেশার সঙ্গে জড়িত ছিলাম। শুরুর দিকের ট্রেনিংয়েই আমি জেনে ফেলি, হাইড্রোজেনের দুটি পরমাণু এবং অক্সিজেনের একটি পরমাণু একত্রিত করলে পানি উৎপাদিত হয়—মাঝে মাঝে নয়, সর্বদাই। আপনি যদি অক্সিজেনের একটি পরমাণু, কার্বনের একটি পরমাণু মিশ্রিত করেন, তাহলে বিষাক্ত গ্যাস কার্বন মনোক্সাইড উৎপাদিত হবে। কিন্তু আপনি যদি আরেকটি অক্সিজেনের পরমাণু যোগ করেন, তাহলে পাবেন কার্বন ডি অক্সাইড, এ গ্যাসটি প্রাণীকুলের জন্য ক্ষতিকর নয় এবং উদ্ভিদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এই বিষয়গুলো ইউনিভার্সাল এবং এগুলোর কদাপি পরিবর্তন ঘটবে না।

রসায়ন, পদার্থ এবং গণিতের যেসব নিয়ম নীতি রয়েছে, তা আপনার অবচেতন মনের নিয়মনীতির মতোই কাজ করে। আপনি রাসায়নিক এবং শারীরিক শক্তির ব্যবহার করতে চাইলে, এসব বিষয়ের নিয়মনীতি অবশ্যই জানতে হবে। আপনি আপনার অবচেতন মনের শক্তি ব্যবহার করতে চাইলে, আপনার অবশ্যই এর নিয়মনীতি ও কার্যকারণ জানতে হবে।

সাধারণ যেসব নিয়মনীতি রয়েছে, সেগুলো জেনে নিন। পানি তার নিজস্ব ধারায় বয়ে চলে। এটি একটি সর্বজনীন নিয়ম। তরল যে কোনো পদার্থই যে কোনো জায়গায় পানির মতো আচরণ করবে।

প্রাচীন মিশরীয়রা এই নিয়মনীতি মেনে চলতেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব পিরামিডের ভিত তৈরিতে তারা এটি ব্যবহার করতেন। বর্তমানে প্রকৌশলীরা

কৃষি কাজ থেকে শুরু করে হাইড্রলিক পাওয়ার স্টেশন নির্মাণে, সব ক্ষেত্রেই এ নিয়ম মেনে চলেন।

অথবা নিয়ম মেনে নিন। ধাতব দ্রব্য উত্তপ্ত হলে আকারে বৃদ্ধি পায়। এ কথাটি যেকোনো জায়গায়, যেকোনো অবস্থায় সত্যি। আপনি একখণ্ড ইস্পাত গরম করুন, এটি আকারে বেড়ে যাবে। এ ইস্পাত চীন, ইংল্যান্ড, ভারত কিংবা মহাশূন্যের স্টেশনেই পাওয়া যাক না কেন।

আপনার প্রার্থনার জবাব মিলছে, কারণ আপনার অবচেতন মন হলো নিয়মনীতি এবং নিয়মনীতি দ্বারা কাজ করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিদ্যুতের নিয়ম হলো, এটি উচ্চতর থেকে নিম্নতর বিভবে (Potential) কাজ করে। আপনি যখন একটি বিদ্যুৎ বাতি জ্বালান, কিংবা ইলেকট্রিক স্টোভে রান্না করেন, তখন বিদ্যুতের নিয়মনীতি বদলে ফেলেন না। না, আপনি কেবল নিয়মটি ব্যবহার করছেন। প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগিতা করার মাধ্যমে আপনি দারুণ সব আবিষ্কার করতে পারবেন, যা বহুভাবে মানবতার মঙ্গল বয়ে আনবে।

আপনার অবচেতন মন হলো মূলতত্ত্ব। এটি বিশ্বাসের আইন অনুসারে কাজ করে। আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে বিশ্বাস কী, কেন এটি কাজ করে এবং কীভাবে কাজ করে?

আপনার মনের নিয়মকানুনগুলোই হলো বিশ্বাসের আইন। এর অর্থ যেভাবে আপনার মন কাজ করে, তা বিশ্বাস করা, বিশ্বাসের ওপর বিশ্বাস, রাখা। মনের বিশ্বাস মানে আপনার মনের চিন্তা ভাবনা, আর কিছু নয়।

আপনার অবচেতন মন যেসব অভিজ্ঞতা, ঘটনা, অবস্থা এবং কর্ম উৎপাদন করে, তা আপনার চিন্তাভাবনারই প্রতিক্রিয়া মাত্র। মনে রাখবেন, নিজের মনের ওপর বিশ্বাস রাখলেই কেবল ফল পাবেন। ভূয়া বিশ্বাস থেকে সরে আসুন, ভূয়া মতবাদ, কুসংস্কার এবং ভয়, যা আমাদের মানব জাতির জন্য মহামারীস্বরূপ, তা কখনোই গ্রহণ করবেন না। বিশ্বাস করুন ঈশ্বরের বিধানে এবং জীবনের সত্যগুলোকে, যা কখনো বদলায় না। এতে আপনি কেবল সামনেই এগোতে পারবেন।